

# বাংলা প্রথম পত্র

## মৌখিক শিটের প্রশ্নের উত্তর

### গদ্য অংশ (জ্ঞানমূলক প্রশ্ন)

- ১। 'প্রভুত্বপকার' গ্রন্থে খলিফা শপথ করেছিলেন, "যদি তুমি তাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে!"
- ২। পরিবারবর্গের কাছে সংবাদ পাঠানোর জন্য গৃহস্বামী আলী ইবনে আব্বাসের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।
- ৩। সুভা নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও সঙ্গীহীন।
- ৪। সুভা দুই বাহুতে প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে ধরে রাখতে চায়।
- ৫। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাতে আরম্ভ করিলো।  
[বিঃদ্র: প্রশ্নে ভুল ছিলো। 'মহবৎ' নয়, 'নহবৎ'। পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭, শেষ অনুচ্ছেদ]
- ৬। প্রাচীনা ঠাকুরাণী দিদি হলো টগর।
- ৭। মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।
- ৮। শিক্ষক মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন।
- ৯। কাঙালী মায়ের জন্য ঘটি বাঁধা দিয়েছে।
- ১০। কাজ কামাইয়ের প্রস্তাব কাঙালীর ভালো লাগত।
- ১১। গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখতে জানত।
- ১২। আজকাল সকল জিনিস নকল হয়।
- ১৩। বাণিজ্যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যিক।
- ১৪। বেগম রোকেয়া বাঙালিকে 'মূর্তিমতী কবিতা বলেছেন।
- ১৫। কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে তাকে আমরা নিষ্কর্মার দলে ফেলি।

### গদ্য অংশ (অনুধাবনমূলক প্রশ্ন)

- ১। বাঙালীর খাদ্যসামগ্রী সরস, সুস্বাদু ও মধুর বলে লেখিকা বাঙালীর খাদ্যসামগ্রিকে ত্রিগুণাত্মক বলেছেন।  
আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি -মৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা-অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল- -রসাল এবং মধুর। তাই তিনি বলেছেন আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক। অর্থাৎ সরস, সুস্বাদু ও মধুর।
- ২। "মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া"- অধর রায়ের এমন উক্তির কারণ অশৌচের ভয়।  
কাঙালী মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ের মৃত্যুর পর কাঠের ব্যবস্থা করতে জমিদারের কাছারি বাড়ি যায়।

কাছারি বাড়ির কর্তা গোমস্তা অধর রায় সেই সময় সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে বাইরে আসেন।

৩। নিজের চিরচেনা জগৎকে আঁকড়ে ধরে সুভা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

বাকপ্রতিবন্ধী সুভাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার পিতা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। কলকাতা যাওয়ার আগের দিন সুভা তার চিরপরিচিত জগৎ নদীতীরে এসে লুটিয়ে পড়ে। দুই বাহু প্রসারিত করে সে যেন ধরণিকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কারণ সে তার এই চিরচেনা প্রকৃতি ও পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না। সে চায় ধরণিও তাকে যেন জড়িয়ে ধরে রাখে। তাকে যেন যেতে না দেয়। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে সুভার এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

৪। পিঁপড়ার সম্পর্কে এরূপ বলার কারণ পিঁপড়া ঝগড়াতে স্বভাবের প্রাণী, বিবাদ বাধানোই তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

ফুলের বিয়েতে পিঁপড়াকে আমন্ত্রণ জানানো না হলেও অশোকের মোসাম্বি করার ছলে বিয়েতে হাজির হয়েছে। তাদের গুণের চেয়ে দাঁতের জ্বালা বেশি। সব বিয়েতেই কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি দেখা যায় পিঁপড়ার মতো যারা ঝগড়া বাঁধাতে ভীষণ পটু। পিঁপড়াও এই স্বভাবের। সবখানেই কারও না কারও গায়ে চুল ফোঁটায় আর বিবাদ করে। এ কারণেই পিঁপড়া সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে।

৫। আলী ইবনে আব্বাস দেমাস্কাসের বন্দি লোকটির সামনে তার উপকারকারীর সন্ধান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তখন বন্দি লোকটি তাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন।

আলী ইবনে আব্বাস দেমাস্কাসে যে লোকটির আশ্রয়ে নিরাপদে ছিলেন, তাঁকে তিনি অনেক দিন ধরে খুঁজছেন। এ কথা জানতে পেরে খলিফার কাছে আসা অপরাধী ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় তুলে ধরার নিমিত্তে এ কথা বলেছেন। কারণ অনেক বছর আগের ঘটনা হওয়ায় আলী ইবনে আব্বাস লোকটিকে চিনতে পারেননি যে বন্দি লোকটিই সেই ব্যক্তি। আলী ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে সব কথা জানার পরে এভাবেই লোকটি নিজের পরিচয় তুলে ধরেন।

## পদ্য অংশ (জ্ঞানমূলক প্রশ্ন)

- ১। শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্বের প্রধান ধর্ম।
- ২। বন্দনা কবিতাটি ইউসুফ জোলেখা কবিতার অন্তর্গত।
- ৩। বন্দনা কবিতাংশে কবি জন্মদাতা পিতা-মাতার ও জ্ঞানদাতা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
- ৪। ‘সনেট’ শব্দের প্রতিশব্দ চতুর্দশপদী কবিতা।
- ৫। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন।
- ৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন ১৮৪৩ সালে।
- ৭। ‘প্রাণ’ কবিতায় কবি মানবের মাঝে বেঁচে থাকতে চান।
- ৮। ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত।
- ৯। অন্ধবধু কবিতাটির রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
- ১০। অন্ধবধু কবিতায় বকুল ফুলের কথা বলা হয়েছে।
- ১১। ক্ষণিক ভুলায় মনের ব্যাথা স্নিগ্ধ শীতল জল।  
[প্রশ্নে দেওয়া আছে মনের কথা। উল্লেখ্য মনের কথা ক্ষণিক ভুলায়, এমন কিছু পাঠ্যবইয়ে পাওয়া যায়নি। তবে অন্ধবধু কবিতার শেষ অংশে মনের ব্যাথার কথা উল্লেখ করা আছে।]
- ১২। ‘ঝরনার গান’ কবিতায় বর্ণিত ‘ফটিক জল’ হলো চাতক পাখি।
- ১৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দের যাদুকর বলে পরিচিত হন।
- ১৪। ‘জীবন বিনিময়’ কবিতায় বাদশা বাবরের নিজের প্রাণকে ‘সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন’ বলা হয়েছে।
- ১৫। তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস।

## পদ্য অংশ (অনুধাবনমূলক প্রশ্ন)

- ১। মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় পিতামাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা কবি উল্লেখ করেছেন।  
পিতামাতা ও শিক্ষক মানুষের জীবন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার কাছে শিশুর শারীরিক ও মানসিক যত্ন লাভ হয়। আর শিক্ষক তাদের জ্ঞান ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সেই শিশুকে সাফল্য লাভ এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। পিতামাতার স্নেহ ও শিক্ষকের দিশা এ দুইয়ের সমন্বয়ে একটি শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। তাই শিশুদের ধীরে ধীরে পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে কবি তাদের অবদান শ্রদ্ধা ও ভক্তিবরে তুলে ধরেছেন।

২। ‘স্নেহের তৃষ্ণা’ বলতে কবি জন্মভূমির প্রতি গভীর অনুরাগে কপোতাক্ষ নদের মেঘের পাওয়া ব্যাকুলতাকে বুঝিয়েছেন।

বিদেশ থেকে বহু দূরে বসবাস করার সময় জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের জন্ম-মধুর স্মৃতি কবিকে কাতর করেছে। তিনি তাঁর গভীর অনুভবের প্রভাবে থেকেও যেন কপোতাক্ষ নদের জলধারার কলকল ধ্বনি শুনতে পান। সেই নদের দেখরা পেতে তিনি ব্যাকুল হন। তাঁর সমস্ত স্নেহপ্রস্থ্যর জল যেন বুক ধারণ করে বয়ে চলছে কপোতাক্ষ।

৩। অন্ধ হয়ে অসহায় জীবনযাপন না করে মৃত্যু হলেই এই অন্ধত্বের অভিশাপের মুক্তি ঘটে বুঝাতে ‘অন্ধ চোখের ছন্দ ঢুকে যায়!’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

‘অন্ধবধু’ কবিতায় একজন দৃষ্টিহীন গৃহবধূর অসহায় জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বধূটি ননদের সাথে চলতে গিয়ে শ্যাওলা পড়া পিচ্ছিল ঘাটে পিচ্ছিলে দিঘির জলে ডুবে মরার আশঙ্কা করেছে। তবে যখন তার অন্ধত্বের কারণে স্বামী প্রবাসী হওয়ার কথা ও একাকী অসহায় জীবনযাপনের কথা মনে পড়ে তখন সে আবার ভেবেছে যে, পা পিচ্ছিলে দিঘির জলে ডুবে মরলেই সেই অন্ধজীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৪। ঝরনা চঞ্চল পায়ে ছুটে চলে।

ছুটে চলাই ঝরনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঝরনা চঞ্চল পদে অবিরাম ছুটে চলে। পর্বত থেকে নেমে আসে ঝরনার সাদা জলরাশি। পাথরের বুক আঘাত হেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এক চমৎকার ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব সৃষ্টি হয়। এর জলধারার সৌন্দর্য অমিয় এবং তুলনাবিহীন অনুভূতির সৃষ্টি করে। সৌন্দর্যপিপাসুদের মুগ্ধ করার জন্যই ঝরনা ছুটে চলে। জলের ধারায় স্থির প্রকৃতিকে মাতিয়ে তুলে লিখিলিক সে ছুটে চলে।

৫। পিতার সন্তানস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় ঘটেছে।

বাদশা বাবরের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মৃত্যুও মলিন করতে পারেনি। নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দিয়ে তিনি এটা প্রমাণ করেছেন। কারণ সন্তানকে বাঁচাতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যু হাসিমুখে বরণ করেছেন।